গণশক্তি আমরা নিরপেক্ষ নই, মেহনতী মানুষের পক্ষে

প্রতিবন্ধীদের অধিকারের লড়াইয়ে পাশে চাই সর্বস্তরের মানুষকে

কান্তি গাঙ্গুলি

প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক সরকারি তথ্য অসম্পূর্ণ। রাষ্ট্রসঙ্ঘ, বিশ্ব ব্যাঙ্ক, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সহ বিভিন্ন সংস্থার পরিসংখ্যান অনুযায়ী অন্তত ১০ শতাংশ মানুষ বিভিন্নভাবে প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে যুক্ত। এই বিশাল অংশের মানুষকে শিক্ষা, চেতনা, সশক্তিকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে যুক্ত করতে না পারলে দেশের অগ্রগতি যেমন সম্ভব নয়, তেমনি মানবাধিকারের দাবিতে গণসংগ্রামের সার্বিক ভিত্তিভূমিরও বিস্তৃতকরণ সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের পরিজনরা যেমন দেশের সংসদীয় ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করেন, সমাজ রাষ্ট্র মূলস্রোতের জনগোষ্ঠীর কাছে তাদের জীবনের মানোন্নয়নের দাবি নিয়ে উপস্থিত হন। তেমনি মূলস্রোতের সমাজ রাজনীতি গণসংগ্রামের সামগ্রিক আলোচনার অভ্যন্তরে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কথাও অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। মনে রাখতে হবে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন অথবা ভূমিসংস্কার বিষয়ক আইন পাশ হলেই যেমন জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ অথবা বর্গাদারের হাতে মালিকানা চলে আসবে না, তেমনি প্রতিবন্ধী অধিকার আইন পাশ হলেই প্রতিবন্ধীদের জীবনের মানোন্নয়ন ঘটে যাবে এমনটাও সম্ভব নয়। প্রয়োজন পথে নেমে প্রতিবন্ধী অধিকারের স্বার্থে আন্দোলন সংগ্রাম পরিচালিত করা।

২০১৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর, সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয় প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের অধিকার আইন। আরপিডি অ্যাক্ট (২০১৬), পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের মধ্যে দিয়ে বিলটি আইনে পরিণত হয়। ২০১৭ সালের ১৯ এপ্রিল সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার পর আইনটি বলবৎ হয় দেশ জুড়ে।

প্রতিবন্ধী, প্রতিস্পর্ধী, ডিফারেন্টলি এবল, ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড – যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন আসল কথা হচ্ছে প্রতিবন্ধকতা শব্দটির মধ্যে যে বন্ধন আছে সেই বন্ধনকে সরাতে হবে। প্রতিবন্ধকতার সোশ্যাল মডেল অথবা ইউএনসিআরপিডি-২০০৬ সর্বত্রই বলা হচ্ছে যে, সক্ষম মানুষদের এই সমাজে প্রতিবন্ধীদের চলাচল, সামাজিক যোগাযোগ এবং অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সমাজনির্মিত বাধার প্রাচীরগুলোকে সরাতে পারলেই ব্যক্তির প্রতিবন্ধকতা তুলনামূলকভাবে অনেক কমে আসবে। প্রতিবন্ধকতা বিষয়টি নিয়ে অনেক স্বেচ্ছাব্রতী সংস্থা কাজ করেন যারা শিক্ষা

আমাদের দেশে সংবিধান অনুযায়ী প্রতিবন্ধকতা রাজ্য তালিকাভুক্ত হওয়ার কারণে কোনও রাজ্য সরকার আইনটি প্রণয়ন করতে বিধি প্রণয়ন (সেকশন ১০১) না করলে আইনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন সেই রাজ্যের

সালেও নতুন আইনের দাবিতে আমরা দিল্লিতে সংসদ অভিযান করেছি এবং দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৬ সংসদের উভয় কক্ষে পাশ হলো নতুন প্রতিবন্ধী অধিকার আইন। এই আইনে উল্লেখ করা হয়েছে ২ বছরের মধ্যে সমস্ত রাজ্যে এই আইনের রুলস রেগুলেশন কার্যকরি করতে হবে। কিন্তু অধিকাংশ রাজ্যেই এই আইনের রুলস রেগুলেশন গঠন করা হয়নি। এই আইনে মোট ২১ ধরনের প্রতিবন্ধকতাযুক্ত স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, সেগুলি যথাক্রমে – (১) অন্ধত্ব, (২) ক্ষীণ দৃষ্টি (৩) কুষ্ঠ নিরাময় (৪) শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা–বধির এবং শ্রবণে অক্ষম (৫) চলৎশক্তির সমস্যাযুক্ত (৬) বামনত্ব (৭) মেধা প্রতিবন্ধকতা (৮) মানসিক অসুস্থতা (৯) অটিসম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার (১০) সেরিব্রাল পলসি (১১) পেশির ক্ষয়জনিত সমস্যা (১২) দীর্ঘমেয়াদি স্নায়ুগত সমস্যা (১৩) নির্দিষ্ট শিখন অক্ষমতা (১৪) মালটিপলস স্ক্লেরোসিস (১৫) বাক শক্তি তথা বাচিক এবং ভাষাগত সমস্যা (১৬) থ্যালাসেমিয়া (১৭) হিমোফিলিয়া (১৮) সিকল সেল অ্যানিমিয়া (১৯) বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধকতা, বধির অন্ধত্ব সহ (২০) অ্যাসিড আক্রান্তের শিকার (২১) পার্কিনসনস রোগাক্রান্ত।

বর্তমানে গোটা দেশে প্রতিবন্ধী অধিকার আন্দোলনের কর্মীরা নিম্নোক্ত দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন পরিচালনা করছেন: প্রতিবন্ধী অধিকার আইন মোতাবেক উচ্চশিক্ষায় ৫ শতাংশ ও সরকারি চাকরিতে ৪ শতাংশ সংরক্ষণ কার্যকর

আহ্বানে শামিল হয়েছেন দিল্লির ধরনা কর্মসূচিতে। কেন্দ্রীয় সরকারের সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন দপ্তরের মন্ত্রী থাওয়ার চাঁদ গেহলট আমাদের দাবিসমূহকে গুরুত্ব দিয়ে পালন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ধরনা কর্মসূচির পূর্বাহ্নেই কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ সচিব রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়ে এনপিআরডি'র কেন্দ্রীয় ধরনা ও দাবিগুলি উল্লেখ করে সরকারি নির্দেশনামা জারি করেছে। এই প্রথম কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বিষয়টি সরকারিভাবে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। এবছর বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে রানি রাসমণি রোডের সমাবেশে রাজ্য সরকারের প্রতিনিধির হাতে আমরা দাবিপত্র তুলে দেবো এবং রাজ্যপাল মহাশয়ের সমীপেও পেশ করব আমাদের স্মারকলিপি। ইতিমধ্যেই আমরা প্রতিবন্ধী অধিকার আইন-২০১৬'র সেকশন মোতাবেক দাবিপত্র উত্থাপন করেছি। রাজ্য সরকারের সমীপে আরও নির্দিষ্টভাবে আমরা প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেট প্রদানের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কাছে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখতে চাই। প্রস্তাবটি হলো, অবিলম্বে অবসরপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের মাধ্যমে ব্লকস্তরে বিশেষ করে ক্যাম্প করে প্রতিবন্ধকতার পরিচয়পত্র প্রদানের তুলনামূলক সরল ব্যবস্থা চালু করতে হবে। শুধুমাত্র মহকুমা বা জেলা হাসপাতালের উপর নির্ভর না করে প্রতিবন্ধকতার পরিচয়পত্র প্রদানের তুলনামূলক সরল ব্যবস্থা চালু করতে হবে। প্রতিবন্ধকতার মূল্যায়ন ও পরিচয়পত্র না

৮। প্রতিটি পঞ্চায়েতের প্রতিবন্ধীদের নিয়ে সেল্ফ হেল্প গ্রুপ গঠন করতে হবে।

৯। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের সুবিধাদানের উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১০। ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে গ্রাম পঞ্চায়েতস্তরে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ৫ শতাংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা এবং ২৫ শতাংশ অতিরিক্ত বরাদ্দ করতে হবে।

১১। এসএসকে, এমএসকে, অঙ্গনওয়াড়ীসহ সমস্ত শিক্ষা কেন্দ্রে প্রতিবন্ধকতাবান্ধব চলাচলের ব্যবস্থা, টয়লেট ব্যবস্থা, শিক্ষক নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, উপযুক্ত শিক্ষণ সামগ্রীর ব্যবস্থা সহ শিক্ষামূলক অগ্রগতির লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১২। পঞ্চায়েতের উদ্যোগে প্রতিবন্ধীদের ছোটখাটো ব্যবসা করার জন্য ঋণ এবং অনুদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৩। ব্লকে ব্লকে স্পেশ্যাল ক্যাম্প করে প্রতিবন্ধকতার শংসাপত্র প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং বিএমওএইচ'র দপ্তর থেকে প্রতিবন্ধকতার মূল্যায়ন করতে হবে।

১৪। ব্লকে ব্লকে ক্যাম্প করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৫। ন্যাশনাল ট্রাস্ট আইনে অটিজম, সেরিব্রাল পলসি, মানসিক অনগ্রসর ও বহুপ্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের অভিভাবকত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে ব্লকস্তরে সচেতনতা শিবির সংগঠিত করতে হবে।

১৬। ব্লকস্তরে ইনক্লুসিভ এডুকেশন ও শিক্ষার অধিকার আইন মোতাবেক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, অভিভাবকদের নিয়ে সচেতনতা শিবির সংগঠিত করতে হবে।

১৭। ব্লকস্তরে শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষের দপ্তরের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সর্বশিক্ষা মিশনের দ্বারা প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাঙ্গণে যুক্ত করার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে হবে।

১৯। প্রতিবন্ধী অধিকার আইন মোতাবেক উচ্চশিক্ষায় ৫ শতাংশ এবং চাকরিতে ৪ শতাংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

২০। প্রতিটি জেলায় স্পেশ্যাল কোর্টের ব্যবস্থা করতে হবে। (সেকশন-৮৪, ৮৫)

২১। অবিলম্বে সরকারি নির্দেশিকা মোতাবেক

প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষ। ইতিমধ্যেই দেশের বেশকিছু রাজ্য বিধি প্রণয়ন করলেও, আমাদের রাজ্যে বিষয়টি উপেক্ষিত। আমাদের রাজ্য সরকার এখনও প্রতিবন্ধীদের অধিকার অর্জনের বিষয়ে সামগ্রিকভাবে উদাসীন এবং নিষ্ক্রিয়।

পুনর্বাসন সহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিভিন্ন বিষয়ে পরিষেবা প্রদান করেন। অনেক সংস্থা আছে যারা প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন বিষয়ে গবেষণাও করেন। এই সমস্ত সংগঠনের কাজ বহুক্ষেত্রেই যথেষ্ট ইতিবাচক এবং তারা এইজন্য ধন্যবাদার্হ্য। কিন্তু এদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনীর মূল পার্থক্য এই যে, প্রায় ৮ থেকে ১০ কোটি মানুষ যারা বিভিন্নভাবে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত (নতুন প্রতিবন্ধী আইনে ২১টি বিভাগ ধরে) এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘ ঘোষণা করেছে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাই হচ্ছেন বিশ্বের সবথেকে বড় সংখ্যালঘু অংশের মানুষ, এই অংশের মানুষদের নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করাই আমাদের সংগঠনের প্রধান কাজ।

আমাদের দেশের নারী, ছাত্র, যুব, শ্রমিক, কৃষক, শিল্পপতি– সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের ব্যক্তিবর্গের জন্য আইনি অধিকারের বন্দোবস্ত আছে। কিন্তু স্বাধীনতার প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল পরেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য নির্দিষ্ট কোনও আইন ছিল না। আমরাই প্রথম সংগঠন ১৯৯০ সালে কলকাতায় এই বিষয়ে জাতীয় কনভেনশন সংগঠিত করেছি। প্রয়াত সাধন গুপ্ত, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জরি গুপ্ত, আবদুল বারি প্রমুখের নেতৃত্বে এই জাতীয় কনভেনশনে প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক জাতীয় নীতির খসড়া গৃহীত হয়েছিল। পরবর্তী সময় ১৯৯৫ সালে সংসদে গৃহীত হয় প্রতিবন্ধী আইন (সমানাধিকার, সমান সুযোগ এবং পূর্ণ অংশগ্রহণ) ১৯৯৫। প্রাথমিক পর্যায়ে বিষয়টা ইতিবাচক নিঃসন্দেহে, কিন্তু আইনের গভীরে ছিল বহু ফাঁকফোকর এবং অসংগতি। আইন না মানলে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রতিবিধান ওই আইনে ছিল না। পরবর্তী সময়ে বুদ্ধিবিকাশগত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য গৃহীত হলো ১৯৯৯ সালের ন্যাশনাল ট্রাস্ট আইন। ইতিমধ্যে ২০০৬ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘ কর্তৃক গৃহীত হলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদ-২০০৬ (UNCRPD-2006)। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নাগরিক অধিকারের দাবি নিয়ে নতুন করে দেশজুড়ে আন্দোলন শুরু হলো। ২০১০ সালে কলকাতা থেকে স্পেশ্যাল ট্রেন ভাড়া করে নতুন প্রতিবন্ধী অধিকার আইনের দাবিতে আমরা দিল্লি অভিযান সংগঠিত করেছিলাম। ২০১৫, ২০১৬

করতে হবে। প্রতিবন্ধী অধিকার আইন মোতাবেক সমস্ত দারিদ্রদূরীকরণ প্রকল্পে ৫ শতাংশ সংরক্ষণ এবং ১৫ শতাংশ অতিরিক্ত বরাদ্দ করতে হবে। প্রতিবন্ধী অধিকার আইন মোতাবেক প্রতিটি জেলায় স্পেশ্যাল কোর্ট গঠন করতে হবে। ব্লকে ব্লকে ক্যাম্প করে প্রতিবন্ধকতার শংসাপত্র প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। আইন মোতাবেক ৪০ শতাংশ প্রতিবন্ধকতার ঊর্ধ্বে সমস্ত প্রতিবন্ধীদের মানবিক ভাতা প্রদান করতে হবে। সরকারি বিধি মোতাবেক ২১টি বিভাগের মধ্যে নতুন অন্তর্ভুক্ত বিভাগগুলির প্রতিবন্ধকতার শংসাপত্র প্রদানের জন্য মেডিক্যাল বোর্ড কার্যকর করতে হবে এবং সরকারি তথ্য জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতার মধ্যে প্রসার ঘটাতে হবে। এছাড়াও দেশজুড়ে প্রতিবন্ধকতার অভিন্ন পরিচয়পত্র (ইউডিআইডি) প্রদানের কাজ সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে এবং দেশব্যাপী একমাত্র পরিচয়পত্র হিসাবে সমস্ত সরকারি দপ্তরে ইউডিআইডি'কে গণ্য করতে হবে। প্রতিবন্ধী নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে 'কাস্টডি ট্রায়াল' করে অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে। দক্ষতা বৃদ্ধি তথা কারিগরি শিক্ষায় প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। আইন মোতাবেক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্মত সরকারি ও বেসরকারি ভবন এবং চলাচলের জায়গাকে প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রবেশগম্য করে গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে ইনক্লুসিভ এডুকেশনের উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। আইন মোতাবেক শিশু ও নারী প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩ ডিসেম্বর, আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসে আমরা সমবেত হবো কলকাতার রাজপথে। রানি রাসমণি রোডে সকাল ৯টায় শুরু হবে আমাদের অবস্থান-কর্মসূচি। একটাই দাবি, অবিলম্বে রাজ্য সরকারের সমস্ত দপ্তরের প্রতিবন্ধী অধিকার আইন-২০১৬ কার্যকর করতে হবে। এবছর বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসের মূল স্লোগানটি ইকোয়াটিলি বা সমতার উপর প্রতিষ্ঠিত। সমানাধিকারের দাবি নিয়ে ইতিমধ্যেই গত ২৫ নভেম্বর সারা দেশের প্রায় দশ সহস্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ প্রতিবন্ধী জাতীয় অধিকার মঞ্চ (ন্যাশনাল প্ল্যাটফরম ফর দ্য রাইটস অব দ্য ডিসেবেল্ড-এনপিআরডি)'র

থাকলে সেই ব্যক্তি কোনপ্রকার সরকারি সুবিধা বা আইনি অধিকার পাবেন না।

আমাদের দেশে সংবিধান অনুযায়ী প্রতিবন্ধকতা রাজ্য তালিকাভুক্ত হওয়ার কারণে কোনও রাজ্য সরকার আইনটি প্রণয়ন করতে বিধি প্রণয়ন (সেকশন ১০১) না করলে আইনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন সেই রাজ্যের প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষ। ইতিমধ্যেই দেশের বেশকিছু রাজ্য বিধি প্রণয়ন করলেও, আমাদের রাজ্যে বিষয়টি উপেক্ষিত। আমাদের রাজ্য সরকার এখনও প্রতিবন্ধীদের অধিকার অর্জনের বিষয়ে সামগ্রিকভাবে উদাসীন এবং নিষ্ক্রিয়।

আমাদের দাবি:

১। গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে পঞ্চায়েতের উদ্যোগে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পরিসংখ্যানগত রেজিস্ট্রার তৈরি করতে হবে। প্রতিবন্ধকতার ধরন, শতকরা হার, শিক্ষা, বয়স, পারিবারিক আয়, প্রশিক্ষণ, কর্মদক্ষতা, সরকারি সাহায্য এবং ভাতা প্রাপ্তি, বিপিএল কার্ড সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান সংবলিত তথ্যভাণ্ডার পঞ্চায়েত স্তরে তৈরি করতে হবে।

২। ১৬ বছরের ঊর্ধ্বে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিপিএল তালিকায় অন্তর্ভুক্তিকরণের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের রায় মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩। গুরুতর মাত্রার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য স্পেশ্যাল জিআর'র ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। ৪০ শতাংশের ঊর্ধ্বে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জবকার্ডের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫। ইন্দিরা আবাস, প্রধানমন্ত্রী আবাস এবং গীতাঞ্জলি আবাস যোজনায় প্রতিবন্ধীদের জন্য ৫ শতাংশ সংরক্ষণ ও ২৫ শতাংশ অতিরিক্ত বরাদ্দ করতে হবে।

৬। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের সমস্ত দারিদ্রদূরীকরণ প্রকল্পে প্রতিবন্ধী অধিকার আই মোতাবেক ৫ শতাংশ অর্থ তথা ২৫ শতাংশ অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য নিশ্চিত করতে হবে।

৭। প্রতিবন্ধী অধিকার আইন মোতাবেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কৃষি জমির পাট্টা এবং প্রতিবন্ধী পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে সরকারি জমি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

২১ ধরনের প্রতিবন্ধকতার শংসাপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে নতুন করে মেডিক্যাল বোর্ড পুনর্গঠন করতে হবে।

২২। ৪০ শতাংশের ঊর্ধ্বে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে মানবিক ভাতা প্রদান করতে হবে।

২৩। জেলা পরিষদের উদ্যোগে মহকুমা স্তরে ক্যাম্প করে প্রতিবন্ধীদের সহায়ক সরঞ্জাম প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

২৪। জেলার সমস্ত সরকারি ভবন অবিলম্বে প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রবেশগম্য করে গড়ে তুলতে হবে এবং নির্মীয়মাণ সমস্ত সরকারি বেসরকারি অফিস ভবনের নকশা অনুমোদনের সময় প্রতিবন্ধকতাবান্ধব উপাদানের বাধ্যতামূলক অন্তর্ভুক্তিকরণ করতে হবে।

২৫। প্রতিটি বাসে প্রতিবন্ধীদের আসন সংরক্ষণ বিষয়ে পর্যাপ্ত নজরদারি করতে হবে।

২৬। অবিলম্বে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল কমিটি (ডি-এল-সি) গঠন করতে হবে।

২৭। স্কুল সার্ভিস কমিশন পরীক্ষা ও প্রাথমিক, উচ্চপ্রাথমিক টেট পরীক্ষায় বিশেষ শিক্ষকদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

২৮। অস্থায়ী চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগ, পৌরসভার দোকানঘর বণ্টন সহ ছোট ব্যবসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী অধিকার আইন মোতাবেক সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

২৯। প্রতিবন্ধী ছাত্র বৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি, স্ক্রাইব ও রিডার অ্যালাউন্স বৃদ্ধি সহ ইনক্লুসিভ এডুকেশনের উপযুক্ত শ্রেণি কক্ষ, পাঠক্রম ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩০। প্রতিবন্ধী অধিকার আইন মোতাবেক কেয়ার গিভার অ্যালাউন্স এবং প্রতিবন্ধী অধিকার সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক সোশ্যাল অডিটের ব্যবস্থা করতে হবে।

উপরোক্ত দাবিসমূহ নিয়ে পঞ্চায়েতস্তর থেকে একেবারে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারিস্তরে গণসংগ্রাম পরিচালনার প্রশ্নে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের আন্দোলনে শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুব-মহিলাদের পাশে থাকা জরুরি রাজনৈতিক ও নৈতিক কর্তব্য। ৩ ডিসেম্বর রানি রাসমণি রোডের রাজ্য সমাবেশে সমাজের সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে মুখরিত হোক প্রতিবন্ধীদের মানবাধিকারের দাবি।